অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র ও দায়বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করার দাবিতে

জাতীয় নাগরিক সম্মেলন ২০১১

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

পটভূমি

স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি, মানুষে-মানুষে বৈষম্যের অবসান এবং সর্বোপরি একটি উন্নত ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীনতার ৪০ বছরের দ্বারপ্রান্তে আমাদের অনেক অর্জন এবং ইতিবাচক বহুদিক বিদ্যমান থাকলেও মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকার (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান) এখনো অর্জিত হয়নি। এখনও মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে, তারমধ্যে ১৯.৫% অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী, যারা প্রতিদিন ঠিকমতো খেতে পায় না। বর্তমানে দেশে ১৮-৩৫ বছর বয়সী প্রায় সাড়ে ৪ কোটি যুবসমাজের অর্ধেক কর্মসংস্থানহীন। এ প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন সুশাসন কার্যক্রমের অধীনে ১৯৯৭ সালে সরকারি সেবার দায়বদ্ধতা ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ বিষয়ে কাজ শুরু করে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সুশাসন বিষয়ে সংস্থার কাজের গভীরতার পাশাপাশি ২০০৩ সালে সংগঠিত করা হয় সামাজিক সংগঠন ‘লোকমোর্চা’ এবং ২০০৪ সালে গঠিত হয় মাঠ পর্যায়ে সরাসরি কর্মসূচি বাস্তবায়নে জড়িত এনজিওদের জোট “গভার্নেন্স কোয়ালিশন”। পরবর্তীতে সকল পক্ষের যৌথ কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে বিকেন্দ্রীকরণ, ইউপি’র উন্মুক্ত বাজেট, গ্রাম আদালত, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি নিরীক্ষাসহ সুশাসন সম্পর্কিত বিবিধ কার্যক্রম। দীর্ঘ সময়ের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ **ওয়েভ ফাউন্ডেশন, গভার্নেন্স কোয়ালিশন ও লোকমোর্চা**-এর যৌথ উদ্যোগে ‘অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র ও দায়বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করার দাবিতে’ **জাতীয় নাগরিক সম্মেলন ২০১১** এলজিইডি মিলনায়তন, ঢাকায় সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশনসমূহ

দিনব্যাপী আয়োজিত জাতীয় সম্মেলনের সমগ্র অনুষ্ঠান প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত ছিল। গভার্নেন্স এডভোকেসি ফোরামের চেয়ারপার্সন ও পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় নাগরিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান **অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান,** ইউএনডিপি’র স্থানীয় সরকার বিষয়ক উপদেষ্টা **ড. তোফায়েল আহমেদ** এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক **ড. এম এম আকাশ**। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ও গভার্নেন্স কোয়ালিশনের সমন্বয়কারী **মহসিন আলী** এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন গভার্নেন্স কোয়ালিশনের কার্যনির্বাহী সদস্য **আনোয়ার জাহিদ।** আরো বক্তব্য রাখেন লোকমোর্চা প্রতিনিধি **এম হাবিবুল হাসান** ও গভার্নেন্স কোয়ালিশন কার্যনির্বাহী সদস্য **মমতাজ আরা বেগম**। উদ্বোধনী অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বয়কারী **মো. নজরুল ইসলাম**। মূল প্রবন্ধে বলা হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন অনুযায়ী রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরে সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি উন্নত ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। তাই মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকার অর্জনকে প্রধান বিবেচনায় রেখে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিতে হবে। শাসন ব্যবস্থায় দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার পাশাপাশি সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সচেতন নাগরিকদেরও যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা পালনের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে **ড. মিজানুর রহমান** বলেন, গণতন্ত্র বলতে শাসন ব্যবস্থায় অংশীদারিত্ব ও দায়বদ্ধতাকেই বুঝায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যেই এগুলো ছিল। মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সকলকে অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আজকের উত্থাপিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতেই হবে। **ড. তোফায়েল আহমেদ** বলেন, সুশাসন ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হলে সরকার, সংসদসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও কার্যকরী করার পদক্ষেপ নিতে হবে। **অধ্যাপক এম এম আকাশ** বলেন, বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলেও দারিদ্র্য ক্রমাগতভাবে বাড়ছেই। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সকল পর্যায়ে তৃণমূল মানুষের সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমেই আমরা বর্তমান সংকট কাটিয়ে উঠতে পারি। সভাপতির বক্তব্যে **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ** বলেন, আমাদেরকে সংগঠিত হয়ে উন্নয়ন ও সমতার মূল প্রতিবন্ধকতা দরিদ্র্যতা দূর করার জন্য দূর করতে হবে বৈষম্য। আর সকল নাগরিককে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আমাদের আজকের এসব সুপারিশ। এ নাগরিক সম্মেলনে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র ও দায়বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করার দাবিতে সকলকে সংগঠিত ও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ১০ দফা সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়: (গৃহীত সুপারিশমালার মধ্যে সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে জনঅংশগ্রহণ, তৃণমূল থেকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, সরকারি সেবাসমূহ, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা, নারীর অংশগ্রহণ, যুবসমাজের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান এবং সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দায়বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।)

দ্বিতীয় অধিবেশনে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত **বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী**। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পর্বে 'এমডিজি ও সুশাসন' বিষয়ে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর **শীলা তাসনিম হক**, 'সুশাসন ও স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা' বিষয়ে ইউএনডিপি-এর ক্লাস্টার লিডার **হোসেন শহীদ সুমন**, 'যুব সমাজ ও সুশাসন' বিষয়ে ভিএসও-বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর **শাহানা হায়াত**, 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বশাসিত স্থানীয় সরকার' বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক **ড. আখতার হোসেন** এবং 'অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র' বিষয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **ড. পিয়াস করিম** আলোচনা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র ও দায়বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি নাগরিকের আলোচিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে সচেতন ও সোচ্চার হওয়া এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপরে সকলে গুরুত্ব প্রদান করেন। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর সহকারী সমন্বয়কারী **কানিজ ফাতেমা**।
সমাপনী অধিবেশনে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলা লোকমোর্চার সভাপতি **ডা. সৈয়দ হাবিবুর রহমান**। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বয়কারী অনিরুদ্ধ রায়ের সঞ্চালনায় এ অধিবেশনে লোকমোর্চা ও গভার্নেন্স কোয়ালিশনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক **মহসিন আলী**। এ প্রেক্ষিতে লোকমোর্চা ও গভার্নেন্স কোয়ালিশনের ৩১ জন প্রতিনিধি তাদের বক্তব্য রাখেন। সমাপনী অধিবেশনে পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিকতায় সকল পক্ষই কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সাংগঠনিক বিষয়ে খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত আলাচনা করেন। আলোচনা শেষে সম্মেলনে গৃহীত ১০ দফা সুপারিশমালার আলোকে ২০১১ সালের বাৎসরিক প্রচারাভিযান কর্মসূচি এবং সাংগঠনিক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপস্থিত সকল পক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দ এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আরো সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে পুণরায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ সম্মেলনে লোকমোর্চা ও গভার্নেন্স কোয়ালিশন প্রতিনিধি, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক যুবপ্রতিনিধিসহ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার পাঁচ শতাধিক নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। ***রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জরুরি করণীয় নির্ধারণে এ সম্মেলনে গৃহীত ১০ দফা সুপারিশমালা:***

১. **সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদাসহ সংবিধান স্বীকৃত অধিকারসমূহ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান) নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা,**
২. **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসহ যথাযথ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করা,**
৩. **স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়সহ সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে জনঅংশগ্রহণের বিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা,**
৪. **জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আগামী অর্থ-বছর থেকে জেলা ও পর্যায়ক্রমে সকল স্থানীয় সরকার স্তরে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেই ভিত্তিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের বিধান করা,**
৫. **গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতিমালা প্রণয়ন ও সে আলোকে স্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর করা,**
৬. **শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবাসমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা,**
৭. **স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা (গ্রাম আদালত, সালিশি পরিষদ, এডিআর) কার্যকর করা এবং নারীসহ দরিদ্র মানুষের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা,**
৮. **সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণসহ নারীর অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা,**
৯. **যুবসমাজের (১৮-৩৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থী ও বেকারসহ সকল যুব) সাধারণ, কারিগরি, তথ্যপ্রযুক্তি, বিশেষায়িত ও উচ্চশিক্ষাসহ যথাযথ শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা,**
১০. **রাষ্ট্র ও সামাজিক সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দায়বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করা।**

সম্মেলন থেকে আহ্বান

যে কোনো মহৎ অর্জন সংগঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা। যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের পাশাপাশি দেশের সচেতন নাগরিক ও যুবসমাজসহ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিশেষ ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। তাদের কাছে সমগ্র জাতির প্রত্যাশাও অনেক। তাই আজকের সম্মেলন থেকে সকল রাজনৈতিক দলের কর্মী-নেতা, সচেতন নাগরিক, যুবসমাজ ও সকল শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে আহ্বান:

সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র ও দায়বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করার দাবিতে

সংগঠিত হও, সোচ্চার হও

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

গভার্নেন্স কোয়ালিশন
GOVERNANCE COALITION
দায়বদ্ধ শাসন ও মানবাধিকার উন্নয়নের সংগ্রাম

লোকমোর্চা
ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

সচিবালয়: ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ৩/১১, ব্লক-ডি, ঢাকা-১২০৭, ফোন: +৮৮ ০২ ৮১১৩৩৮৩, ৮১৫৩৩২০, ফ্যাক্স: এক্স. ১২৩
ইমেইল: info@wavefoundationbd.org